৯০০ টাকার এত্তো ক্ষমতা!

জাকারিয়া স্বপন

এ বিষয়ে সর্বশেষ খরবটা বেরিয়েছে গত ২১ জুলাই ২০০৫, প্রথম আলোতে এবং প্রথম পৃষ্ঠায়। শিরোনামটি হলো - '*দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন : বাংলাদেশে মোবাইল সংযোগে করারোপের সমালোচনা।*' বেশ বড় রিপোর্ট। পাঠকদের সুবিধার্থে অংশবিশেষ হুবহু তুলে ধরা হলো।

'বাংলাদেশে মোবাইল ফোন সংযোগ ও হ্যান্ডসেটে করারোপের সমালোচনা করেছে আন্তর্জাতিকভাবে প্রভাবশালী সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট। গত ৯ জুলাই প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যোগাযোগের দ্রুত সম্প্রসারণশীল মাধ্যম মোবাইল ফোন উন্নয়নশীল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখছে। .... জেলে ও কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির আগে বিভিন্ন বাজারে দাম যাচাই করে নিতে পারছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কাজের খোঁজ করা আরো সহজ হচ্ছে। এর মাধ্যমে সহজে এবং দ্রুত তহবিল হস্তান্তর করা যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন উদ্যোক্তা। ..... জনসংখ্যার প্রতি ১০০ জনে মোবাইল ফোন গ্রাহক ১০ জন বাড়লে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ে ০.৬ শতাংশ। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত গ্রাহক বাড়া সত্ত্বেও ভারত ও সাবসাহারান আফ্রিকা অঞ্চলে মাত্র ৫ শতাংশ মানুষের নিজস্ব মোবাইল ফোন রয়েছে। কিন্তু কেন? আসলে ফোনসেটের দাম বাড়াই নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে সবচেয়ে বড় বাধা। .... বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ চার্লস বলেন, এটা খুবই অদ্ভুত যে কিছু দেশ টেলিফোন সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার কথা বলে, আবার টেলিফোন প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকদের ওপর বিশেষ করারোপ করে। তুরস্কে মোবাইল সংযোগ নিতে হলে একজন গ্রাহককে ১৫ ডলার কর দিতে হয়। ...উগান্ডা ফোনের ওপর ১০ শতাংশ কর বসিয়েছে। আফগানিস্তানের সরকারি রাজস্বের ১৪ শতাংশ আসছে মোবাইল ফোনের ওপর আরোপিত কর থেকে। বাংলাদেশ সরকার নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ৯০০ টাকা(১৪ ডলার) কর বসিয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে আমদানীকৃত সব হ্যান্ডসেটের ওপর ৩০০ টাকা আমদানি শুল্ক।'

রিপোর্টটিতে বেশ কিছু তথ্যের ভুল উপস্থাপনা রয়েছে। এটা পড়লে মনে হবে যে, একটি দেশের যাবতীয় উন্নতি কেবল মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই সম্ভব। জেলে এবং কৃষকরা বাজারদর জানার জন্য যেন আর কোনো ফোন ব্যবহার করতে পারেন না। কেবল মোবাইলই ভরসা। আবার ০.৬ শতাংশ যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, তা কেবল মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে। আসলে বিষয়টি মোটেও এমন নয়। এটা মোবাইল ফোনের পাশাপাশি ফিক্সড ফোন, ইন্টারনেটসহ যাবতীয় ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যম যুক্ত।

> তাই মাঝে মাঝে একা একা ভাবি, ৯০০ টাকার এত্তো ক্ষমতা? এই ৯০০ টাকা আমাদের টেনে ইকোনমিস্ট পত্রিকা পর্যন্ত নিয়ে যায়; সবাইকে মিলে অর্থমন্ত্রীর কাছে লবিং করতে হয়; বিশ্বব্যাংকের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে আসতে হয়! মাত্র ৯০০ টাকার বোঝা এই শিল্প বহন করতে পারে না? তাহলে কি তাকে শক্তিশালী কোনো শিল্প বলা যাবে? দীর্ঘমেয়াদি কোনো শিল্প বলা যাবে? নাকি মোবাইল কোম্পানিগুলো খুব তাড়াতাড়ি মুনাফা নিয়ে আমাদের শোষণ করে এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়?

মূল যে বিষয়টিতে আঘাত করা হয়েছে তা হলো ৯০০ টাকার কর। একটি বিষয় কেউ পরিষ্কার করে বলছেন না, তাহলো এটা তো নতুন কর নয়। এই কর তো বিগত বছরগুলোতেও ছিল। এখন বরং কর কমেছে। আগে প্রতিটি সংযোগের জন্য কর দিতে হতো ১৫০০ টাকা। টেলিফোন সেট ছাড়া তো আর সংযোগ হয় না। এই করটি ধরা ছিল হ্যান্ডসেটের ওপর। যেহেতু ব্যাপক আকারে হ্যান্ডসেট কালোবাজার হচ্ছে এবং মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো সেটা নিয়ন্ত্রণ করছে না, তাই করটি সিমকার্ডের ওপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে এখন ১৫০০ টাকার পরিবর্তে কর দিতে হয় ১২০০ টাকা।

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, প্রতিটি ফোন কোম্পানির দায়িত্ব বৈধ উপায়ে আমদানীকৃত সেটে সংযোগ দেয়া। এর জন্য শুল্ক বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কর প্রদানের কাগজপত্র প্রদর্শনের নিয়ম রয়েছে। এর অর্থ হলো, প্রতিটি ফোন কোম্পানি বৈধ উপায়ে হ্যান্ডসেট এনে এর মাধ্যমে গ্রাহককে সংযোগ দেবে। এটার ১০০ ভাগ দায়িত্ব টেলিফোন কোম্পানির। যদি কোনো গ্রাহক নিজের উদ্যোগে বাইরে থেকে হ্যান্ডসেট এনে তাতে সংযোগ চান, তাহলে তাকে সঠিক কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে।

কিন্তু বাংলাদেশের মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো এই নিয়ম মেনে চলেনি। তারা চোরাই পথে আনা হ্যান্ডসেট দিয়ে সংযোগ দিয়েছে। আর আমদানির প্রমাণ হিসেবে একই কাগজপত্র বারবার জমা দিয়েছে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। গ্রামীণফোন দাবি করছে, তাদের গ্রাহক সংখ্যা ৩০ লক্ষ। আর একটেল দাবি করেছে, তাদের গ্রাহক সংখ্যা ২০ লক্ষ। তাহলে এই দুই কোম্পানির মোট গ্রাহক সংখ্যা ৫০ লক্ষ। সেই হিসাবে ৫০ লক্ষ গ্রাহকের কাছ থেকে সরকারের শুল্ক পাবার কথা ৫০,০০,০০০ x ১,৫০০ টাকা = ৭৫০,০০,০০,০০০ টাকা বা ৭৫০ কোটি টাকা। এখন রাজস্ব বোর্ড বলতে পারবে, বিগত বছরগুলোতে তারা মোট এই ৭৫০ কোটি টাকা পেয়েছে কি না। এর ছিটেফোঁটা

পেলেও অনেক।

আরো একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, মোবাইল ফোনের এই গ্রাহক সংখ্যার মোট ৬৫% গ্রাহক হলো ঢাকা শহরে। আর বাকি ৩৫% ঢাকার বাইরে। তাহলে আমরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারি কত শতাংশ গ্রাহক জেলা শহরগুলোতে আছেন এবং কত ভাগ সত্যিকারের গ্রামে আছেন। কোনোভাবেই গ্রামের গ্রাহকের সংখ্যা ১০-১৫ ভাগের বেশি হবার নয়। তাহলে আমরা অহেতুক কেন গরিব গ্রামের মানুষের কথা বলি? কেন বলি, মোবাইল ফোন তাদের ফোন? তাদের উপকারী ফোন?

আরো একটি খুব মজার বিষয় আছে। ৯০০ টাকার এই ট্যাক্সটি হ্যান্ডসেট থেকে সরিয়ে সিমকার্ডের ওপর দেয়ার পর মোবাইল কোম্পানিগুলোর বিক্রি বেশ কমে গেছে। বিভিন্ন পরিবেশকের কাছ থেকে তথ্যানুসারে, এই পরিবর্তনের আগে গ্রামীণফোন প্রতি মাসে পেতো প্রায় ২ লাখ গ্রাহক; আর একটেল পেতো প্রায় দেড় লাখের মতো। বাকিরা সবাই মিলে প্রায় ৫০ হাজার। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে চার লাখ গ্রাহক; বছরে ৪৮ গ্রাহক। এই তথ্য খুব একটা সঠিক নয় বলেই মনে হচ্ছে। এর অর্ধেক হয়তো সত্যি হতে পারে। তাহলে মাসে দাড়ায় ২ লাখ গ্রাহক। কিন্তু ট্যাক্স পরিবর্তনের পরে এটা দাঁড়িয়েছে প্রতি মাসে ২০ হাজারেরও কম। অর্থাৎ বিক্রি ১০ শতাংশে নেমে এসেছে। এই কথাটার অর্থ কী?

এর প্রথম অর্থ হলো, ৯০ শতাংশ গ্রাহক অবৈধ হ্যান্ডসেট ব্যবহার করতো। তারা আর এখন সেটা করতে পারছে না। এবং মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো তাতে উৎসাহ দিতো। এবং এখন তারা সেই চোরাচালানি বাজার ফেরত চাচ্ছে।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, যে লোকটি ৩ হাজার টাকা দিয়ে একটি চোরাই হ্যান্ডসেট কিনতে পারছে, সে আর বাড়তি ৯০০ টাকা দিতে পারছে না। যদি তাই হয়, তাহলে বলতে হবে, বড় একটা চাহিদা শেষ হয়ে গেছে। এখন খুব প্রয়োজন না হলে কেউ মোবাইল ফোন কিনছে না। অর্থাৎ এই মার্কেটে একটা সিচুয়েশন এসে গেছে এবং মার্কেটে এই বাড়তি ৯০০ টাকা সাসটেইনেবল নয়।

তৃতীয় অর্থ হলো, আসলে নতুন গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ছিলো না। যারা ৩০ লাখ বা ২০ লাখ গ্রাহক দাবি করেন, তারা যদি প্রকৃত একটিভ ব্যবহারকারীর সংখ্যাটি প্রকাশ করেন, তাহলেই আসল চিত্র বের হয়ে আসবে। হয়তো দেখা যাবে শতকরা ৫০ ভাগই ইন-একটিভ গ্রাহক; সিমকার্ড হারিয়ে ফেলেছেন, নয়তো একসঙ্গে অনেকগুলো সিমকার্ড ব্যবহার করছেন।

এখানে আরো একটি তথ্য প্রকাশ না করলেই নয়। বাজারে যে নতুন ফিক্সড টেলিফোন সেবা এসেছে, তারা সরকারকে প্রতি সেটে গড়ে ৩০০০ টাকা ট্যাক্স দেয়। এটা ১২০০ টাকার তুলনায় আড়াই গুণ। এর পরও মানুষ সেই টেলিফোন কিনছে। অর্থাৎ যাদের ফোন দরকার তারা ঠিকই সেটা কিনছে।

সবচেয়ে বড় যে প্রশ্ন, তাহলো ট্যারিফ বা কলচার্জ। ৪ থেকে ৭ টাকা প্রতি মিনিট দিয়ে সাধারণ মানুষ কথা বলছে- এটা ভাবতেই তো শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়। এবং এটা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলে না; কেউ প্রতিবাদ করে না। মাঝে মাঝে গ্রাহকরা দু-একটা চিৎকার করে বটে; কিন্তু সেটা ওই পর্যন্তই থেমে থাকে। কিন্তু মাত্র ৯০০ টাকার ট্যাক্স পুনর্বিন্যাস নিয়ে সবাই হৈ চৈ করছে। আপাতভাবে মনে হচ্ছে, তারা মিডিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো যে পত্রিকাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, কোনো দৈনিক পত্রিকা তাদের কর্মকান্ডের সমালোচনা করে না। এর কারণ হিসেবে আমি কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা জবাবে বলেন, বছরে ৮ কোটি টাকার বিজ্ঞাপন পাই। এই টাকা হাতছাড়া করি কিভাবে? আমরাও তো ব্যবসা করতে নেমেছি।

এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, একজন কলামিস্ট বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় একটি পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছেন; সেই পত্রিকার সম্পাদক সাহেব মোবাইল ফোন কোম্পানির প্রতিনিধিকে অফিসে ডেকে এনে সেই রিপোর্ট পড়িয়েছেন; এবং তারপর তাদের ছাড়পত্র নিয়ে সেটা পত্রিকায় ছাপিয়েছেন। এটা দেখে সেই পত্রিকার একজন সাংবাদিক বলেন, এরচেয়ে লিফলেট বের করা তো অনেক ভালো। পুরো জাতির সঙ্গে এমন নিমকহারামি করার তো প্রয়োজন ছিল না।

৯০০ টাকার ট্যাক্স পুনর্বিন্যাস নিয়ে সবাই যে হারে চিৎকার করছেন, প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে রিপোর্ট ছাপছেন, কই তারা তো একবারও লিখছেন না যে, এটা তো নতুন কোনো ট্যাক্স নয়! যখন ইকোনমিস্ট পত্রিকার রিপোর্ট বাংলাদেশী পত্রিকা ঘটা করে ছাপে, তখন দুটো রিপোর্ট সম্পর্কেই মানুষের সন্দেহ বাড়ে। এই ধরনের বিদেশী পত্রিকাগুলো যে টাকার বিনিময়ে রিপোর্ট ছাপে তা আর নতুন কী? আর দেশী পত্রিকাগুলোর তো সেটা প্রকাশ না করে ধন্য না হবার উপায় নেই।

তাই মাঝে মাঝে একা একা ভাবি, ৯০০ টাকার এত্তো ক্ষমতা? এই ৯০০ টাকা আমাদের টেনে ইকোনমিস্ট পত্রিকা পর্যন্ত নিয়ে যায়; সবাইকে মিলে অর্থমন্ত্রীর কাছে লবিং করতে হয়; বিশ্বব্যাংকের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে আসতে হয়! মাত্র ৯০০ টাকার বোঝা এই শিল্প বহন করতে পারে না? তাহলে কি তাকে শক্তিশালী কোনো শিল্প বলা যাবে? দীর্ঘমেয়াদি কোনো শিল্প বলা যাবে? নাকি মোবাইল কোম্পানিগুলো খুব তাড়াতাড়ি মুনাফা নিয়ে আমাদের শোষণ করে এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়?

৯০০ টাকার শুল্কের জন্য যদি একটি ইন্ডাস্ট্রি ভেঙে পড়বে বলে সবাই চিৎকার করতে থাকে, তাহলে তাদেরই কী বলা যাবে? দালাল, নাকি অন্য কিছু?

জাকারিয়া স্বপন ॥ চীফ অপারেটিং অফিসার, র‍্যাংকসটেল।

ই-মেল ঃ zs@rankstel.net

মাঝে মাঝে গ্রাহকরা দু-একটা চিৎকার করে বটে; কিন্তু সেটা ওই পর্যন্তই থেমে থাকে। কিন্তু মাত্র ৯০০ টাকার ট্যাক্স পুনর্বিন্যাস নিয়ে সবাই হৈ চৈ করছে। আপাতভাবে মনে হচ্ছে, তারা মিডিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো যে পত্রিকাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, কোনো দৈনিক পত্রিকা তাদের কর্মকান্ডের সমালোচনা করে না। এর কারণ হিসেবে আমি কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা জবাবে বলেন, বছরে ৮ কোটি টাকার বিজ্ঞাপন পাই। এই টাকা হাতছাড়া করি কিভাবে? আমরাও তো ব্যবসা করতে নেমেছি।